কবিতা

শুনতে পাচ্ছেন সুনীতা উইলিয়ামস?

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনীয়া

কত লক্ষ তারার বিস্ফোরণে জন্ম নেয় সুপারনোভা?
অন্য আলোর সন্ধানী অ্যাসট্রোনট, আপনার ভাল লাগে
অন্ধকারে একা? পৃথিবীর ভেতরে এখনো আগুন লোহা
হয়ে পুড়ছে। সবচাইতে ভয়ংকর ভলক্যানোই দীর্ঘতর ঘুমের
ভেতর থাকে আপনি জানেন নিশ্চয়ই। আমি ধান-রঙা
মেয়ে আগুনের সভ্যতা শিখে শীষভর্তি রোদ আর
শুশ্রূষার জল এনেছিলাম। রাজপথে রাত্রি নামছিল
তখন, মাধবীলতা দুলছিল বাসের জানলায়, লাল-সাদা গোলাপী
আবীরের গন্ধ প্রিয় শার্টে মেখে নিতে নিতে ভুলে যাচ্ছিলাম নারী হবার
পবিত্র নাম ঢেকে দেয় অরণ্যবেলা, ভুলে যাচ্ছিলাম সন্দীপ্ত
নারীজন্ম অপরাধ বেশী, আরো বেশী অপরাধ পর্দার উচ্ছল
হাতে খুলে দেওয়া জানলা-কপাট। তাই হঠাৎ উঠে
আসে বেয়োনেটের মত তীক্ষ্ণ ছোবল, অন্ধকার গর্ত খুঁজে
নেয় গোখরো যেমন — চলন্তবাসের সুড়ঙ্গে আমাকে
ডলে পিষে থেঁতলে আদিম রক্ত মেখে শিস দিয়ে
নেমে যায় প্যান্টের জিপার টেনে প্রখর রাজধানী।
আমারই তো কথা ছিল অনেক রুগ্ন ঠোঁটে নিরাময়
আলো দেখাবার। অজস্র নল-সূঁচ ছেড়াখোঁড়া শরীর—
ঘুমের অগম পারে শুয়ে আছি ঘষাকাঁচের ঘরে।
এখানে ব্যাকুল মেঘ নেমে এসেছে দুঃখভার নিয়ে;
ডাক দিচ্ছে বিদিশা আকাশ, যা শুনে আপনি বারবার
উড়ে যান। চেতনার ঢেউ ঢেউ পারে হেঁটে যাচ্ছে
অসংখ্য ধান-রঙা মেয়ে হাতে মোমের শেকড়
আর দুচোখে প্রেতযোনি অন্ধকার। সুনীতা উইলিয়ামস,
আপনি পারবেন তো অন্ধকারের এই গ্রহে মহাজাগতিক
কোন আলো এনে দিতে ... ?

নয়া দিল্লী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ, নির্যাতন ও ধর্ষণ এবং পৈশাচিকভাবে হত্যায় আমরা শোকস্তব্ধ। এই শোক রূপান্তরিত হোক প্রতিবাদের জনজোয়ারে